বাজেট: কতোটা দারিদ্র্যমুখী

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন ড. আতিউর রহমান

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান গত ৯ জুন, ২০০৫ তারিখে জাতীয় সংসদে আগামী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জন্য ৬৪,৩৮৩ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রস্তাবিত বাজেটের ৬২% অনুৎপাদনশীল খাতে, বাকি ৩৮% উন্নয়ন খাতে। অবশ্য বাংলাদেশে অনুন্নয়ন বাজেট বরাবরই উন্নয়ন বাজেটের চাইতে বেশি ছিল। আবার উন্নয়ন বাজেটের আকার যাই হোক না কেন, ক্ষমতার অভাবে তা কখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে পারেনি। চলতি উন্নয়ন বাজেটটি বাস্তবায়নের সূচকের বিচারে এ যাবৎকালে সবচেয়ে পেছনে পড়ে আছে। প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেটের ৪৮% আসবে বিদেশী উৎস থেকে। তার মানে, আগের বছরগুলোর চেয়ে এ বছর বিদেশনির্ভরতা বাড়ছে। একই সঙ্গে শর্তের কড়াকড়িও বাড়ছে। সুশাসন, দুর্নীতি দমন, মানবাধিকার ইত্যাদি শর্ত পূরণ না হলে দাতারা দিন দিন আরো বেশি করে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। বাইরে থেকে টাকা না এলে বাজেট কাটছাঁট করতে হবে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হবে। এতে বেসরকারি খাতে ঋণ কম পাবে। বিনিয়োগ সংকুচিত হবে। বেকারত্ব বাড়বে। তাই বিদেশী অর্থের ওপর নির্ভর করে এরকম একটা বিশাল বাজেট তৈরিতে বেশ খানিকটা ঝুঁকি রয়েছে।

আবার এই বিশাল বাজেট রূপায়ণের লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫,৭২২ কোটি টাকা, যা বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬.৬% বেশি। আমাদের বাজেটের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়ের চেয়ে সংশোধিত রাজস্ব আয় সব সময়ই কম হয়। চলতি বাজেটেও ১৭% রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি তা সংশোধন করে ১১% নির্ধারণ করা হয়েছে। কর প্রশাসনে ব্যাপক গতিশীলতা না এলে আগামী বাজেটের রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রাও যে একই পরিণতি ভোগ করবে তা এখনই বলে দেয়া যায়। অবশ্য প্রস্তাবিত বাজেটে প্রত্যক্ষ কর (আয় ও মুনাফার ওপর কর) মোট রাজস্বের মাত্র ১৫% আর পরোক্ষ কর ৬৬%। অন্যদিকে কর রাজস্বের ৮৫% পরোক্ষ কর। আর মোট করের ৩৩% মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট। প্রস্তাবিত বাজেটে ভ্যাট ধার্য করা হয়েছে ১২,৬৭৫ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২,০৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৯% বেশি, যা কি না অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয়। কারণ ভ্যাট দেয় দেশের সব মানুষ, যার অর্ধেক আবার গরিব। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে এই সর্বগ্রাসী ভ্যাটও কিন্তু কম দায়ী নয়। তাই ১৯% ভ্যাট বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবেই গরিব মানুষের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জনগণের গলায় গামছা বেঁধে এই যে রাজস্ব সংগ্রহ করা হচ্ছে তা কোথায় খরচ হচ্ছে, কার জন্য খরচ হচ্ছে?

দারিদ্র্য বিমোচন কতখানি হবে

এডিপিতে দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক চিত্র হতাশাব্যঞ্জক। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক প্রকল্প ছিল ৫৮টি এবং বরাদ্দ ছিল ১৯২৪.৩৬ কোটি টাকা (৮.৭৫%)। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে প্রকল্পের সংখ্যা কমে হয় ৪৭টি এবং অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় ১০৯৭.৪০ কোটি টাকা (৪.৪৮%)। তাছাড়া এবারের এডিপিতে আহামরি কোনো নতুন প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়নি। পুরো এডিপিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের চিত্র পাওয়া যায়। গত বছরের কিছু চিত্র যেমন- সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, স্থানীয় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, বিত্তহীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন, ইলিউমিনেশন দি ওয়্যাস্ট কর্মস অব চাইল্ড ইন বাংলাদেশ, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি এ বছর নেই। যদি কোনো প্রকল্পের মেয়াদ চলতি অর্থবছরে শেষও হয়ে যায়, তবুও সেগুলো পুনরায় নেয়া যেত। এমনিতে আমাদের দেশে এডিপি বাস্তবায়নের যে করুণ দশা, তার ওপর প্রকল্প গ্রহণে এই অনীহা দরিদ্রদের আরো অরক্ষিত করে ফেলবে। অবশ্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বরাদ্দ ১৩১৫.৪৪ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ২%) করা হয়েছে, যা ২০০৪-০৫-এর সংশোধিত বরাদ্দ ১১০০.৯৭ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ২%)। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে ১ লাখ ৮৫ হাজার এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচিতে ২৫ হাজার উপকারভোগী বাড়ানো হয়েছে। মাসিক ভাতা ১৬৫ থেকে বাড়িয়ে ১৮০ টাকা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য এবারই প্রথম মাসিক ২০০ টাকা করে ভাতা দেয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উপকারভোগী ১ লাখ ৪ হাজার। এছাড়া মঙ্গা এলাকায় সাময়িক বেকারত্ব মোচনের জন্য ৫০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

কৃষি : এখনো পিছিয়ে

বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২২১৩ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৩.৪৪%), যেখানে ২০০৪-০৫-এর সংশোধিত বরাদ্দ ২৩৭১ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৪.২৬%)। অথচ পিআরএসপি এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অনুযায়ী চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বিমোচনের জন্য কৃষি বিশেষ আনুকূল্যের দাবিদার। কিন্তু বরাদ্দের বিচারে দেখলে সে দাবি পূরণ হয়নি। আবার কৃষি ভর্তুকি দ্বিগুণ করে ১২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। অথচ আগের বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কৃষি ভর্তুকি চলে যায় মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। কৃষি ঋণের সুদ মওকুফের সুবিধা গরিব ও প্রান্তিক কৃষক পায় না। কেননা, ঐ টাকা নেবার জন্য ব্যাংককে টাকার অর্ধেক ঘুষই দিতে হয়। ধনী কৃষকরা ঐ টাকা নিয়ে মেরে দেয়। তাই কৃষি ঋণ সংস্কারে

ডলারের দাম বেড়ে যাবার কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। একদিকে মূল্যস্ফীতি, অন্যদিকে বেকারত্ব- সব মিলিয়ে অর্থনীতিতে একটা সংকট সৃষ্টি হবে। লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। এ চাপের কারণে আর্থিক খাতে যে টেনশন তৈরি হবে, তার প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবন চলার ওপর পড়বে

কিংবা কৃষি ভর্তুকি যাতে তৃতীয় পক্ষের (যেমন এনজিও) মাধ্যমে যাদের সত্যিই দরকার তারা পায়, সে ব্যবস্থা না করে ভর্তুকি দ্বিগুণ করলে কৃষির উন্নতি হবে না। ভর্তুকি চলে যাবে মধ্যস্বত্বভোগী তথা প্রভাবশালী টাউট শ্রেণীর মানুষের কাছে। অবশ্য ডাল, তেলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল ও ভুট্টার জন্য কৃষি ঋণের সুদ ৮% থেকে কমিয়ে ২% করা, সেচকাজে ব্যবহৃত পল্লী বিদ্যুতায়ন সমিতির বিদ্যুৎ বিলের ওপর ২০% ভর্তুকি ও কৃষিজাত পণ্য, শাকসবজি ও ফলমূলের রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ৩০% হারে অব্যাহত রাখা এবং বিএডিসি-কে পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাবগুলো কৃষি বাজেটের ভালো দিক।

কর্মসংস্থান : উপেক্ষিত থাকছে

পিআরএসপি অনুযায়ী ৩৫% থেকে ৪০% মানুষ আংশিক বেকার এবং মজুরিবিহীন শ্রমে নিয়োজিত। উত্তরাঞ্চলের এক বিরাট অংশের হাতে বছরের বেশ কয়েকটি মাসে কাজ থাকে না (সাধারণত ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে)। ফি-বছর দশ লাখ করে নতুন মুখ শ্রমবাজারে ঢুকছে, অথচ তারা কাজ পাচ্ছে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে তাই পিআরএসপিতে সর্বোচ্চ গুরত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্যে মাত্র একটি ছাড়া তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা নেই। মঙ্গাপীড়িত এলাকায় 'সাময়িক বেকার'দের জন্য ৫০ কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ বরাদ্দ কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা বলা হয়নি। তবু অর্থমন্ত্রী যে মঙ্গাপীড়িত মানুষের বেকারত্বের যাতনা খানিকটা বুঝেছেন, সেজন্য প্রশংসা পেতে পারেন।

নির্বাচনী বাজেট হলে ক্ষতি কি

জনকল্যাণই যদি বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নির্বাচনী বাজেট খারাপ হবার কথা নয়। কিন্তু জনতুষ্টির বাজেট করতে গিয়ে যদি আর্থিক শৃঙ্খলা ভেঙে অগ্রাধিকারবিহীন খাতে বেশি খরচ করা হয়, অপচয় ও দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়া হয়, তাহলেই উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ থাকে। আর সে কারণেই এবারের বাজেট নিয়ে আমরা খানিকটা শঙ্কিত। চলতি (২০০৪-০৫ অর্থবছরে) এডিপিতে প্রকল্প ১০১২টি, সংশোধিত বরাদ্দ ২০,৫০০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে (২০০৫-০৬) এডিপিতে প্রকল্প ধরা হয়েছে ৮৫৬টি, অথচ ব্যয় বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৪,৫০০ কোটি টাকা। পাকা রাস্তা, রাস্তা পুনঃনির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, হাটবাজার উন্নয়নসহ একাধিক গুচ্ছ প্রকল্প নেয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা মাত্র। এতে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলকে (যাদের বেশির ভাগই আবার ক্ষমতাসীন দলের) সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে। আবার নির্মাণকাজে দুর্নীতির সুযোগ থাকে সবচেয়ে বেশি।

হঠাৎ করে গ্রাম সরকারের জন্য ৬০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ রাখাও উদ্বেগের বিষয়। এ অর্থ ভোগ করবে মূলত মাঠপর্যায়ের দলীয় নেতা-কর্মীরা। নির্বাচনী বাজেটের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে উৎপাদন না বেড়ে কিছু লোকের হাতে টাকা চলে গেলে অর্থনীতির ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। আয় বৈষম্য বাড়বে। সামাজিক বিভেদ ও সংকট ঘনীভূত হবে। আর্থিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। সুশাসনের সব উদ্যোগ ভেঙে যাবে। প্রশাসন আরো বেশি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে।

মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ছে

এ বছরের শুরু থেকেই বাজারে আগুন, জিনিসপত্রের দাম চড়া- এ কথা সবাই জানেন। জ্বালানি তেলের দাম বাজেটের আগে দু'দফা বাড়ানো হয়েছে। এতে জিনিসপত্রের দাম আরো বেড়ে গেছে। অন্যদিকে ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর কারণে আমদানি ব্যয় ২৫% বেড়েছে। ফলে ডলারের বাজারে সংকট দেখা দিয়েছে। এতে করে যারা ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করেছেন তারা কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রপাতি আমদানি করতে না পারলে কিংবা অনেক বেশি দামে আমদানি করলে বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। উৎপাদন কমবে। কর্মসংস্থান কমবে। অন্যদিকে ডলারের দাম বেড়ে যাবার কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। একদিকে মূল্যস্ফীতি, অন্যদিকে বেকারত্ব- সব মিলিয়ে অর্থনীতিতে একটা সংকট সৃষ্টি হবে। লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। এ চাপের কারণে আর্থিক খাতে যে টেনশন তৈরি হবে, তার প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবন চলার ওপর পড়বে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে গরিবরা। এ প্রবণতা এরই মধ্যে বাস্তবেও আমরা লক্ষ্য করছি। ডলার বাজার সংকটাপন্ন। ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা এলসি খুলতে গিয়ে পর্যাপ্ত ডলার কিনতে পারছেন না। এর প্রভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়তে শুরু করেছে।

বাজেটটা কি নৈতিক

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাড়ানোর মানে হচ্ছে সমাজের ধনীদের আরো ধনী করার চেষ্টা করা। কারণ সাধারণত ধনীরাই কর ফাঁকি দেয়। এ বাজেট নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। তাই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ এক্ষুণি বন্ধ করা উচিত। কালো টাকা সাদা করার অনৈতিক সুযোগ দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেয়া যায় না।

অর্থমন্ত্রী বর্তমান অর্থবছরে কর ন্যায়পাল নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা তার আশ্বাসের কোনো প্রতিফলন পাইনি। চলতি বাজেট পেশ করার সময় বর্তমান অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে বাজেট পর্যালোচনার কথা তিনি আমাদের দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা তার সেই ওয়াদার কোনো প্রতিফলন পাইনি। এবারে সে রকম কোনো প্রতিশ্রুতিও দেননি। বাজেট অবলোকনের জন্য সংসদীয় কমিটিগুলোর ভূমিকার পক্ষে তিনি বলতে পারতেন।

বাজেটের প্রভাব...

যেসব জিনিসের দাম বাড়বে : অ্যাপার্টমেন্ট, লবণ, মিনারেল ওয়াটার, ডিটারজেন্ট, দিয়াশলাই, টয়লেট টিসু, টাওয়েল ও ন্যাপকিন পেপার, চিনি ও ফলের রস, ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক বাতি, ব্লেড, ট্রান্সফরমার, প্রস্তুত ও সংরক্ষিত মৎস্য, রঙিন টেলিভিশন ও রেফ্রিজারেটর, পনির/দধি, মসলা সামগ্রী, চকোলেট, বিয়ার।

যেসব জিনিসের দাম কমবে : সার ও কৃষি যন্ত্রাংশ, হাঁস-মুরগির খামার, বলপেন, সিএনজিচালিত বাস ও ট্রাক, চার স্ট্রোকবিশিষ্ট সিএনজি অটোরিকশা ও থ্রি-হুইলার, তাজা ও শুকনো খেজুর, বস্ত্রের কাঁচামাল, মোবাইল ফোন সেট, গাড়ির রেকর্ড প্লেয়ার/ক্যাসেট, ফিল্টার পেপার ও পেপার বোর্ড।

প্রস্তাবিত বাজেটে ভ্যাট ধার্য করা হয়েছে ১২,৬৭৫ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২,০৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৯% বেশি, যা কি না অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয়। কারণ ভ্যাট দেয় দেশের সব মানুষ, যার অর্ধেক আবার গরিব। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে এই সর্বগ্রাসী ভ্যাটও কিন্তু কম দায়ী নয়